রেডিও মেঘনা

মেঘনা বুলেটিন নভেম্বর ২০২২: সংখ্যা: ৫৬

আমাদের উদ্দেশ্য

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ট্রাস্ট এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবণ-মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

/radiomeghna99.0 radiomeghna.net

চরফ্যাসনে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে দূর্গম চরাঞ্চলের কন্যা শিশুরা

পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও পরিবারের আর্থিক অনটনের কারনে চরফ্যাসনের দূর্গম চরাঞ্চলের কন্যা শিশুরা শিকার হচ্ছে বাল্যবিবাহের, এতে শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়াসহ জড়িয়ে যাচ্ছে পারিবারিক নানান সহিংসতায়।

চরফ্যাসনের অধীনে রয়েছে জনবসতিপূর্ণ চর। এই চরাঞ্চলে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা ও অসচেতনতার কারনে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে কন্যা শিশুরা। আবার অকালেই হয়ে যাচ্ছে সন্তানের মা। এর ফলে হারিয়ে যাচ্ছে শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্যঝুকিতে রয়েছে মা ও শিশু।

চর ফকিরা এলাকার বাল্যবিহের শিকার কিশোরী আকলিমা, আঁখি বলেন, পরিবারে অভাবের কারনে লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকা সত্বেও বাল্যবিবাহ করতে হয়েছে তাদের। বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছে নানান ধরনের শারীরিক নির্যাতন,অনেকের ক্ষেত্রে ঘটছে বিবাহ বিচ্ছেদ।

এছাড়া পূর্বচর মাদ্রাজ ও হাজারিগঞ্জের বাল্যবিবাহের শিকার ফাহিমা,সারমিন বলেন, অল্প বয়সে বিবাহ করে পারিবারিক চাপে পরে বাধ্য হয়েছেন সন্তানের মা হতে, ফলে সন্তান সহ নিজেও ভুগছে অপুষ্টিতে এবং অভাবের কারণে ডাক্তার দেখাতে না পারায় অন্তঃসত্বা হয়ে অকালে হারাচ্ছে শিশু। এতে বাড়ছে শিশু মৃত্যুর হার।

বাল্যবিবাহের শিকার হওয়া পরিবারের অভিবাবকরা জানান, জেলে ও কৃষি পেশা দিয়ে সংসার খরচ চলাতেই কষ্ট। পরিবারের আর্থিক অভাবের কারণে লেখাপড়া না করিয়ে বাল্যবিবাহ অপরাধ যেনেও মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।

এব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মহিউদ্দিন বলেন, চরাঞ্চলের বেশিরভাগ পরিবারের ছেলেও কন্যা শিশুরা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বাল্যবিবাহের ফলে শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকার বেশ উন্নয়ন করছে। যাতে নারী শিক্ষা অগ্রগতি বাড়াতে এবং বাল্যবিবাহ ঠেকাতে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান।

রেডিও অনুষ্ঠান "রান্না ঘর"

রান্নার নতুন রেসিপি শিখে খুশি আকলিমা

অনেকেই মায়ের কাছ থেকে রান্না শিখার পাশাপাশি রান্না শিখছে রেডিও মেঘনার "রান্না ঘর" অনুষ্ঠান থেকেও।

তিসা বেগম জানান, প্রতিদিনের মতই আমি রেডিও শুনছিলাম। যেই "রান্না ঘর" অনুষ্ঠান শুরু হলো অমনেই নড়েচড়ে বসলাম মনোযোগ দিয়ে শুনার জন্য। আমার পছন্দের খাবার গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইলিশ মাছ ও মাছের ডিম। যেই শুনলাম ইলিশ মাছের ডিমের রেসিপি তখনই ফোনে রেকর্ড চালু করে দিলাম। তারপর পুরো অনুষ্ঠান মনাযোগ দিয়ে শুনি। অনুষ্ঠান শেষে লোভ সামলাতে না পেরে ফ্রীজ খুলে ডিম পানিতে ভিজিয়ে রাখি। সন্ধ্যা বেলা আমার এমন কান্ড দেখেও মা চুপ করে রইল। কারণ মা মনে করেন, আমার এখন থেকেই ভালো ভালো রান্না শিখে রাখা উচিত যাতে আমি শ্বশুর বাড়ি গেলে কোন সমস্যা না হয়। তাই মাও আমার সাথে রান্না ঘরে চলে এলো। আমি রেকর্ড শুনে রান্না করতে লাগলাম, মাও পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে। রান্না শেষে বাবা আর ভাইয়ার জন্য অপেক্ষা করছি তারা এলে একসাথে খাবো বলে। পরে রাতে খাবার টেবিলে মা আগেই বলে দিলো যে, আজকের রান্না আমি করেছি। খাবার খাওয়ার পরে ভাইয়ার, বাবা ও মায়ের প্রসংশা শুনে আমার মনটা ভরে গেলো। রান্না ভালো হওয়ার সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ভাইয়া মাকে বললো, আজ থেকে তিসাকে দিয়ে রান্না করাবেন। আমিও বলে দিছি শুধু সপ্তারে মঙ্গলবারেই রান্না করবো। কথাটা শুনে ভাইয়া বললো, মা মঙ্গলবারে রান্না করবে ঘটনাটা কি? তখন মা বলে যে, আমি সব রেডিও থেকে শুনে রান্না করছে। তখন ভাইয়া বললো, ক্রেডিট তো তাহলে তোর না রেডিও মেঘনার। রেডিও মেঘনাকে অনেক ধন্যবাদ জানান, চরফ্যাসন রায়চাঁদ এলাকা থেকে তিসা ও তার পরিবার।

রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠান

ইংরেজী শিখার প্রতি ভীতি কমে সাহস বাড়ছে চরফ্যাসনের নূসরাতের

অনেক বলবে শিক্ষা জীবনে ইংরেজী খুব কঠিন বিষয়। এই কঠিন বিষয়টিকে সহজ করে নাটকীয় ভাবে বুঝানো হয় "সবার জন্য ইংরেজী" অনুষ্ঠানে। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে সব বিষয় মনে রাখতে পারে।

চরফ্যাসনের আমিনাবাদ এলাকার নূসরাত বলেন, আমার ইংরেজী বিষয় খুব কঠিন লাগে। তাই নিয়মিত প্রাইভেট পরি। যতই পড়ি কিছু দিন পরে ভুলে যাই। হঠাৎ একদিন শুনি রেডিও মেঘনায় "সবার জন্য ইংরেজী" নামে একটি নতুন অনুষ্ঠান প্রচার হয়। অনুষ্ঠানটি শুনে আমার খুবই ভালো লেগেছে। সেই অনুষ্ঠানে এতো সুন্দন ভবে বুঝিয়ে বলে যে, ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই অনেক ভালো লাগে এবং মনযোগ দিয়ে শুনি। অনেক কিছু শিখতে পারি এই অনুষ্ঠান থেকে। তাই রেডিও মেঘনাকে অনেক ধন্যবাদ।

শ্রোতা মতামত

- রোকসানা জানান গাছ লাগানোর তথ্য থেকে তার ছোট ছেলে কয়েকটা গাছ এনে লাগিয়েছে এটা দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। কিছু আবাদি জমিতে গাছ রোপন করেছেন ।
- পানিতে ডুবে শিশুর পিএ এস এ শুনে শিশুর প্রতি যত্নবান হয়েছেন। আগে তেমন গুরত্ব দিত না
- রুপ চর্চার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এমন টাই বলেন।
- "রান্না ঘর" অনুষ্ঠান শুনে নতুন নতুন রেসিপি শিখছে শ্রোতারা।

যোগাযোগ:
উম্মে নিশি, সহকারি স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও মেঘনা। ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০
ই-মেইল: nishi.meghna@coastbd.net কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা।